দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JAN. 26 2000
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

10

কৃষিশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন

মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। কেননা আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। এ দেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগই আসে কৃষি খাত হইতে। সীমিত কৃষিভূমি হইতে যোগান দিতে হয় বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য সম্ভার। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮৫% লোকের বসবাস গ্রামে। ৮০% লোকের কর্মসংস্থান হয় কৃষিখাতে। একবিংশ শতাব্দীতে এদেশকে আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভের জন্য এবং দেশের জনশক্তিকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিবার একটিমাত্র ক্ষেত্র হইল কৃষি। আর এই কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাইতে হইলে প্রয়োজন, সুস্পষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে কৃষি শিল্পের বিকাশ ঘটানো। আমরা শিক্ষিত কৃষক তৈরীর মাধ্যমে কৃষি শিল্পের বিকাশ ঘটাইতে পারি। কিন্তু দুঃখজনক হইলেও সত্য যে, ১৯৯৪ সালে ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কৃষি শিক্ষাকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৯৭ সালে কৃষি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় করা হয়। দেশের কৃষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা গড়ে ৫% এসএসসি, ১০% ষষ্ঠ-হইতে দশম শ্রেণী, অবশিষ্ট ৮৫% পঞ্চম শ্রেণীর নীচে। তাহাদের পক্ষে আধুনিক প্রযুক্তি অনুধাবনসহ পারিপার্শ্বিক ও অর্থনৈতিক কারণে প্রযুক্তি মাঠে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইলে তাহাতে আধুনিক চাষাবাদ, ফসল-উৎপাদন, শাক-সবজি, ফুল ও ফল উৎপাদন, বৃক্ষ রোপণ, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন, সুষম খাবার ও পুষ্টি, নার্সারী স্থাপন, পশুখাদ্য উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, রেশম চাষ, মৌমাছি পালন ইত্যাদিতে জ্ঞান অর্জন করিয়া কৃষি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় তাহা সম্ভব নয়। কাজেই কৃষিখাতের অগ্রগতির জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নাই। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ জহির উদ্দীন,
কৃষি খামার সড়ক,
ফার্মগেট, ঢাকা।